# সরকারি কাজে প্রমিত বাংলা ব্যবহারের নিয়ম

**বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ**
সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগ
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mopa.gov.bd

# সরকারি কাজে প্রমিত বাংলা ব্যবহারের নিয়ম

**প্রথম প্রকাশ** ফাল্গুন ১৪২৩
মার্চ ২০১৭

**তত্ত্বাবধান**

সালমা মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার ও গবেষণা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

**পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও সহযোগিতা**

ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ, প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ড. মোঃ সাহেদুজ্জামান, প্রাক্তন বিশেষজ্ঞ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
অনুপ কুমার তালুকদার, সিনিয়র সহকারী সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
মোঃ মোস্তফা, অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

**প্রচ্ছদ**

সব্যসাচী হাজরা

**মুদ্রণ**

বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বি.জি. প্রেস)
তেজগাঁও, ঢাকা।

# মুখবন্ধ

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। ভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগের সুমহান পথ ধরে আন্দোলন, সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পর বাংলা ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রচলনের বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় প্রথম ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়ে বাংলা ভাষাকে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করেন। ১৯৮১ সালে বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ গঠন করা হয়। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭' জারি করা হয়।

সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে। যথাযথ পরিভাষার অভাব ও বানানরীতির ভিন্নতার কারণে ব্যাবহারিক ভাষায় অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। প্রমিত ভাষারীতি সম্পর্কে কর্মকর্তাগণ অবহিত না থাকার কারণে ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ সকল ক্ষেত্রে রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠছে না। বিষয়টি মন্ত্রিসভা বৈঠকেও আলোচিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসরণের অনুশাসন প্রদান করেন। তদনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ২০১২ সালের ৩১ অক্টোবর 'সরকারি কাজে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণ'-সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ 'সরকারি কাজে ব্যবহারিক বাংলা' পুস্তিকা প্রকাশ করে এবং ২০১৫ সালের ২৫ জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন। 'সরকারি কাজে ব্যবহারিক বাংলা' পুস্তিকাটি প্রকাশের পরে বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ বাংলা লিখনরীতির একটি নির্দেশিকা (ম্যানুয়াল) হিসেবে 'সরকারি কাজে প্রমিত বাংলা ব্যবহারের নিয়ম' পুস্তিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতে বাংলা বানানরীতি ও লিখনরীতিসংক্রান্ত আলোচনার পাশাপাশি যুক্তবর্ণসমূহের বিশ্লিষ্ট রূপ, বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম এবং ণত্ব-ষত্ব বিধান আলোচনা করা হয়েছে। প্রশাসনিক অনুমোদনের পর পাণ্ডুলিপিটি বাংলা একাডেমি কর্তৃক পরীক্ষা করা হয়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ায় বিভিন্ন সরকারি অফিসে প্রমিত বাংলা ব্যবহার ও লিখনরীতির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পুস্তিকাটির পরবর্তী সংস্করণে যে-কোনও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

**ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী**
মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

# ভূমিকা

সরকারি কাজে প্রমিত বাংলা লিখনরীতির একটি নির্দেশিকা প্রণয়নের আবশ্যকতা দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছিল। ২০১২ সালের ৩১ অক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসরণের অনুশাসন প্রদান করলে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়। বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ ২০১৫ সালে 'সরকারি কাজে ব্যবহারিক বাংলা' পুস্তিকা প্রকাশের পর থেকেই লিখনরীতির নির্দেশিকা প্রণয়নের বিষয়ে কাজ শুরু করে যা 'সরকারি কাজে প্রমিত বাংলা ব্যবহারের নিয়ম' নামে পরিচিতি পায়।

বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষের কর্মকর্তাগণ দীর্ঘলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে নির্দেশিকাটির প্রতিটি ভুক্তি সংযোজন করেছেন। পুস্তিকাটির কলেবর ও সর্বস্তরের পাঠকদের কথা বিবেচনায় নিয়ে এতে তত্ত্বগত বিষয়গুলো যতদূর সম্ভব পরিহার করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস পুস্তিকাটি সরকারি কাজে বাংলা ভাষা যথাযথভাবে ব্যবহারের পথ সহজতর করবে।

আমি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সিনিয়র সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীকে পুস্তিকাটি প্রকাশে অবদানের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খানকে পুস্তিকাটির পাণ্ডুলিপি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে তা চূড়ান্ত অনুমোদন ও ভেটিং সম্পন্ন করার জন্য এবং পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগের প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ ও প্রাক্তন বিশেষজ্ঞ ড. মোঃ সাহেদুজ্জামানকেও অসংখ্য ধন্যবাদ।

পুস্তিকাটি নির্ভুলভাবে প্রণয়নে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে পুস্তিকাটির ব্যবহারকারীগণের সহযোগিতায় আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব। আমি বিশ্বাস করি 'সরকারি কাজে প্রমিত বাংলা ব্যবহারের নিয়ম' পুস্তিকাটি সকল পর্যায়ের সরকারি কাজে ব্যবহার উপযোগী হবে। পুস্তিকাটি গ্রহণযোগ্য ও বহুল ব্যবহৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

**ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান**
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়